বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

১১ জুলাই ২০০৫

World Population Day

11 July 2005

নারী পুরুষের সমতাই সমৃদ্ধি

Equality Empowers

Directorate General of Family Planning, Ministry of Health & Family Welfare — বিশেষ ক্রোড়পত্র — পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
২৭ আষাঢ় ১৪১২
১১ জুলাই ২০০৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য - 'নারী পুরুষের সমতাই সমৃদ্ধি'। প্রতিপাদ্যে সমাজের সকল পর্যায়ে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে দিবসটিকে অর্থবহ এবং সার্বজনীন করা হয়েছে বলে আমি মনে করি।

যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারী সমাজের সমান অংশগ্রহণ অন্যতম পূর্বশর্ত বলে বিবেচিত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ সত্যটি আরও অধিক প্রযোজ্য। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত নারীর প্রতি বৈষম্য-দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার এ ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান জনসংখ্যা সমস্যাকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ সাফল্যকে অব্যাহত রাখার জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাও এগিয়ে এসেছে। আমি তাঁদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং কর্মসূচিকে আরো বেগবান করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানাই।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

নারী পুরুষের সমতা : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০০৫ উপলক্ষে এবারের নির্বাচিত প্রতিপাদ্য **'নারী পুরুষের সমতাই সমৃদ্ধি'**। 'সমতা'-র অর্থ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলে মেয়ের সংখ্যা সমান হবে এবং নারীদের জন্য কর্মকান্ড এবং স্বাস্থ্য সেবাসহ সকল কর্মকান্ডে সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে। নারী তার পূর্ণ ক্ষমতায়নের ভিত্তিতে দেশের রাজনীতিতে এবং সমাজ ও পরিবারে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। 'জেন্ডার সমতা' ও 'নারীর ক্ষমতায়ন' বিষয় দুটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিতর্কে মানবাধিকার এবং মানব-উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বলে অনুমোদিত হয়েছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক উন্নয়নশীল দেশ নতুন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

বিশ্ব প্রেক্ষাপট

বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা হলো ৬৫০ কোটি। এই জনসংখ্যার মধ্যে সিংহভাগ কিশোরীই সন্তান জন্মদানে সক্ষম। প্রতিদিন ৭০ হাজার কিশোরীর বিয়ে হয় এবং ৪০ হাজার শিশু জন্ম নেয়। বর্তমানে ৬০ শতাংশ বিবাহিত দম্পতি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ১৯৬০ সালে এই হার ছিল মাত্র ১০-১৫ শতাংশ। এদের বেশীরভাগ উন্নয়নশীল দেশে এবং দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মায়। শুধুমাত্র পরিবার পরিকল্পনাকে নিশ্চিত করার কারণে মাতৃমৃত্যুর হার ২৫ শতাংশ এবং শিশুমৃত্যুর হার ২০ শতাংশ কমেছে। জন্মের সময় দক্ষ/প্রশিক্ষিত দাই নিশ্চিত করায় মাতৃমৃত্যুর হার ৭৪ শতাংশ কমানো গেছে।

ইউনিসেফ-এর হিসাব অনুযায়ী ২১ কোটি ২০ লক্ষ শিশুর মধ্যে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ (৫৪%) কন্যাশিশু স্কুলে যায় না। বিশ্বে এখনও ৬০ কোটি নারী নিরক্ষর। কিন্তু পুরুষ নিরক্ষরের সংখ্যা ৩২ কোটি।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও কোন কোন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দেশের নারীসমাজ পিছিয়ে রয়েছে। সমাজে নারীর অনগ্রসরতা এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দেশে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর উচ্চহারের অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য নিরসনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতীয় জনসংখ্যা নীতিতে সকল সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য গ্রহণীয় উপায়ে প্রণয়ন করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এছাড়া জনসংখ্যা নীতিতে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সনাতন ভূমিকা ও পেশা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাঁদের সক্ষম করে তোলার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা, গ্রামে ও শহরে কর্ম এলাকায় দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থাসহ শিশুযত্নের প্রয়োজনীয় সহায়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং নারী ও শিশুপাচারসহ সকল ধরনের নির্যাতন ও যৌননিপীড়ন বন্ধ করার কৌশল গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এসবের প্রেক্ষাপটে সরকার সমাজে নারীশিক্ষা ও নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। চাকুরিতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করায় সরকারি উচ্চপদে মহিলাদের চাকরির সুযোগ বেড়েছে, তৃণমূল পর্যায়ে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দরিদ্র মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণের পথ সুগম হয়েছে।

সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নারী-উন্নয়নের জন্য জাতীয় কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা, নারী - উন্নয়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, ৩ বছর (২০০৩-২০০৬) মেয়াদী স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ, জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন, মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় কৌশল প্রণয়ন, যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০-র সংশোধন, এসিড নিক্ষেপ দমন আইন ২০০২ প্রণয়ন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মহিলাদের জন্য এক-চতুর্থাংশ আসন সংরক্ষণ, মূল স্রোতোধারায় জেন্ডারকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জেন্ডার সমতা কৌশল প্রণয়ন ইত্যাদি।

উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে ৩ বছর মেয়াদী (২০০৩-২০০৬) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি জানুয়ারি ২০০৩ থেকে পৃথক কাঠামোর আওতায় জনগণের পুষ্টি সমস্যাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কার্যক্রমে কয়েকটি বিষয়কে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেঃ স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা, নবদম্পতি, কমবয়সী ও কমসন্তানের দম্পতিদের মধ্যে পদ্ধতি গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা, যৌনরোগ ও এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর সচেতনতা সৃষ্টি করা, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, পুষ্টিমান উন্নয়নে জনগণকে পরামর্শ প্রদান করা, নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি, ক্ষমতায়ন ও নারী পুরুষের বৈষম্যের অবসান ঘটানো।

উল্লিখিত বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে জনগণের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করার জন্য ঘরে ঘরে গিয়ে সেবা প্রদানের কাজ পুনরায় চালু করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি মাতৃমৃত্যু কমাতে ৭২টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে জরুরী প্রসূতি সেবা দেয়া হচ্ছে। ১৫০০টি এফডব্লিউসির মানোন্নয়ন করে প্রসূতি সেবা সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহত রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমানে প্রায় ৩৩০০ ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। সরকার পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ইউনিয়নগুলোতেও এসব কেন্দ্র নির্মাণের কাজ অব্যাহত রেখেছে।

সরকার কর্তৃক এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৯৭৫ সালের ৭.৭ থেকে ৭ গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ সালে ৫৮.১-এ দাঁড়িয়েছে। প্রজনন হার ১৯৭৫ সালের ৬.৩ থেকে কমে ৩.০ - এ (বিডিএইচএস-২০০৪) দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও একইভাবে ১৯৭৫ সালের ২.৫ থেকে হ্রাস পেয়ে ১.৪৮-এ (আদমশুমারী ২০০১) দাঁড়িয়েছে। একইভাবে মাতৃমৃত্যু হার (প্রতি হাজারে) ৩.২-এ (বিএমএমএস ২০০১) এবং শিশুমৃত্যুর হার (<১ বছর, প্রতি হাজারে) ৬৫-তে (বিডিএইচএস-২০০৪) নেমে এসেছে।

এরই পাশাপাশি নারী ও শিশু অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগের ফলে সমাজের সকল পর্যায়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু হত্যা, নির্যাতন, পাচার ও ধর্ষণ প্রতিরোধে কঠোর আইন বলবৎ হওয়ায় এক্ষেত্রে অপরাধ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এসবের সার্বিক ফলস্বরূপ দেশের নারীসমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৬ আষাঢ় ১৪১২
২০ জুন ২০০৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয়---'নারী পুরুষের সমতাই সমৃদ্ধি'--নির্বাচন আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। আমাদের দেশেও জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। আমাদের প্রায় ৭ কোটি মানুষকে পেছনে রেখে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা তাই নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তাদের সার্বিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত করছি। এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠনসমূহ এবং সমাজের সর্বস্তরের জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আমি দেশের নারীসমাজের প্রতিও আহ্বান জানাবো--আপনারা নিজ উদ্যোগে শিক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসহ সকল ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করুন। আপনার এবং আপনার কন্যা শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হোন। আপনার এ শিশু দেশের আগামী দিনের দায়িত্বশীল নাগরিক। এদের সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ। আসুন, আমরা সুন্দর স্বনির্ভর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণে এক সাথে কাজ করি।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপনের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

খালেদা জিয়া

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালনের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'নারী পুরুষের সমতাই সমৃদ্ধি'। এ প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টি যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক সংখ্যক নারী। এর একটি বড় অংশই প্রজনন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানসহ অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে। নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামেও গুরুত্বসহকারে আলোচিত হচ্ছে। এ সকল ফোরামের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি আরো সহজলভ্য করা, নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, তৃণমূল পর্যায়ে নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টিসহ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ দেশের নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

সমাজে নারীর পরিপূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, আধা সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক নেতাকর্মীসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন)

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় 'নারী পুরুষের সমতাই সমৃদ্ধি।' বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনও উদ্বেগজনক, গর্ভজনিত জটিলতার কারণে মা ও শিশুর উচ্চ মৃত্যুহার এবং সর্বোপরি জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে পুরুষের অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত। সে প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষের সমতাকে গুরুত্ব প্রদান করে এ প্রতিপাদ্য নির্বাচন অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মসূচিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের ৩ বছর মেয়াদী (২০০৩-২০০৬) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যাবলি এ আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি এবং জাতীয় জনসংখ্যা নীতিতেও আমরা এর প্রতিফলন করেছি।

আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, মাতৃমৃত্যু এবং শিশু মৃত্যুর হার কমাতে হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে বিশেষ করে জন্মনিয়ন্ত্রণের দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণে পুরুষের সমভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। সমাজের সকল পেশা ও শ্রেণীর জনগণকেও একইভাবে মা ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অধিকতর সম্পৃক্ত হতে হবে।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত যে সকল কর্মসূচি নেয়া হয়েছে আমি সেগুলোর সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

(এ এফ এম সরওয়ার কামাল)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে-'নারী পুরুষের সমতাই সমৃদ্ধি'। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টি যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। সে জন্য উন্নয়ন কর্মকান্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অংশগ্রহণ অপরিহার্য। পরিবার ছোট রাখা ও সন্তানের পরিচর্যাসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতা একটি সুখী পরিবার গঠনের প্রধান সহায়ক।

সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্যও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার ৩ বছর মেয়াদী (২০০৩-২০০৬) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রমে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি, ক্ষমতায়ন ও নারী পুরুষের বৈষম্যের অবসান ঘটানোর নিমিত্তে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জাতীয় জনসংখ্যা নীতিতেও জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং আয়মুখী কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া এ নীতিতে শিক্ষা, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের সমান সুযোগ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রমের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অন্যতম। এ কার্যক্রমকে সফল করার জন্য সমাজের সকল পর্যায়ে নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আসুন, আমরা এ লক্ষ্যে সকলে একযোগে কাজ করি।

আমি দিবসটি পালন উপলক্ষে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

মিজানুর রহমান সিনহা

بسم الله الرحمن الرحيم

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৭ আষাঢ় ১৪১২
১১ জুলাই ২০০৫

বাণী

আজ ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথোপযুক্ত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এবারের দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো **'নারী পুরুষের সমতাই সমৃদ্ধি'**, যা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী। তাই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হলে নারীদের সমতার ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন নারীশিক্ষার প্রসার, পরিবারে, সমাজে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতাবিধান এবং নারীর ক্ষমতায়ন। এ লক্ষ্যে সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা বিধানে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সমাজে নারীর অবস্থান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসব কর্মসূচি ইতোমধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত এ ধরনের বহুমুখী পদক্ষেপ দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবায়ও আরো বেশি সাফল্য অর্জনে পরোক্ষভাবে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। জীবনের প্রতিটি স্তরে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তি, পরিবার এবং সামাজিক পর্যায়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

আসুন, আজকের এ দিনে নারী পুরুষের বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে উন্নততর জাতি গঠন তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের সকল কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীন সফল ও সুন্দর হবে বলে আমার বিশ্বাস।

(এম এ আকমল হোসেন আজাদ)

UNFPA

Executive Director
United Nations Population Fund (UNFPA)

Message

Sixty years ago, the founders of the United Nations proclaimed their determination to save succeeding generations from the scourge of war, to reaffirm faith in human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small. They pledged their determination to establish conditions under which justice and the rule of law could be maintained and social progress and better standards of life in larger freedom could be promoted.

Six decades later, it is clearer than ever before that human rights must be at the center of efforts to reduce poverty, discrimination and conflict. Today on World Population Day, let us recommit ourselves to this vision of a better world. Let us commit ourselves to equality, justice and human rights for all.

The benefits of gender equality are many. They include a higher quality of life for individual women and girls, and stronger families, communities and countries.

On the other hand, the costs of maintaining inequality are also high and can be measured by broken bodies, shattered dreams and crushed spirits. The costs include high rates of maternal death and disability because women's health is not made a political priority. Today, poor sexual and reproductive health is a leading cause of death and illness for women in the developing world. No other area of health reflects the large inequities between rich and poor, both among and within countries. Poverty and inequality also fuel the acceleration of HIV infection, because women lack the power to negotiate their personal safety. Another cost is the continuation of harmful practices that place the lives of women and girls in danger. For tens of millions of girls, child marriage and early childbearing mean an incomplete education, limited opportunities and serious health risks. But perhaps the highest cost of gender discrimination is widespread violence against women and girls, which remains one of the most pervasive and shameful human rights violations, compromising the personal security, liberty, dignity and well-being of millions of women and children worldwide.

The world can do beter. The solutions are well known and effective. They include universal education for all girls and boys, the removal of barriers to women's equal participation in social, cultural, economic and political life, the engagement of boys and men in the struggle for equity, mass awareness raising campaigns, and the implementation of laws and policies that promote and protect the full range of internationally agreed human rights, including the right to sexual and reproductive health. All of these actions fall under the banner of "equality".

Equality is an end in itself and a cornerstone of development. Equality is a goal that demands sustained political commitment and leadership. Today, on World Population Day, I urge leaders at every level to speak about the great gains that equal rights offer the entire human family and to take concrete and urgent action to make these rights a reality.

Thoraya Ahmed Obaid
Executive Director of United Nations Population Fund
11 July 2005

UNFPA

UNFPA Representative
Bangladesh

Message

I have the pleasure to congratulate the Government of the People's Republic of Bangladesh for observing the World Population Day 2005 with enthusiasm, commitment and fanfare.

The key theme of this year's World Populaion Day is "Equality". Equality means that, "Girls attend as much school as boys, economic opportunities are open to women, and poor families benefit from the support of healthy mothers. Equality also means that women are fully empowered to participate in politics and decision-making."

Equality is a development priority, which leads to empowerment and contributes to ending poverty. All international development platforms including Millennium Development Goals affirm women's human rights and commits full participation and empowerment of the world's women.

In this connection, we would like to highlight the fact that the Government of Bangladesh has taken noteworthy steps in achieving "Equality" in the areas of women's participation and education in recent years. Reserved seats for women in the local Union Councils as well as in the Civil Service and free education for girls up to higher secondary level are two major examples of the government's endeavor of achieving equity. However, though remarkable progress has been made in some areas, Bangladesh still has a lot to do in ensuring equality, empowerment and quality reproductive health services for women.

Against this backdrop, UNFPA Bangladesh has been working to support the efforts of the Government of Bangladesh in the areas of population and development since 1974. We will continue to work in partnership with the government and other stakeholders in achieving the ICPD, MDGs and PRSP goals concerning reproductive health, family planning, gender equity and equality leading to the well being of the people of the country.

Suneeta Mukherjee
UNFPA Representative
Bangladesh

بسم الله الرحمن الرحيم

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৭ আষাঢ় ১৪১২
১১ জুলাই ২০০৫

বাণী

সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও আজ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য **'নারী পুরুষের সমতাই সমৃদ্ধি'** বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় শিক্ষা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়নে প্রয়োজন নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ।

গর্ভধারণে মায়েদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য তথা প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়নে পুরুষের সম্পৃক্ততা জোরদারকরণের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা। তাই স্থায়ী উন্নয়ন নীতি ও কার্যক্রমের সাথে জনসংখ্যা এবং নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি যুক্ত করতে হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও মানবাধিকার রক্ষায় জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি ও নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই নারী পুরুষের অসমতা দূরীকরণ সম্ভব। নারী পুরুষের সমতাই সামগ্রিকভাবে জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য দূর করতে পারে। আসুন, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করি।

ডাঃ মোঃ আব্দুর রহমান খান

NSDP: Working to Improve Health Care and Empower Women in Bangladesh

Courtesy by

NSDP

NSDP is pleased to sponsor World Population Day and supports the theme of empowering women.

NSDP is a network of 318 clinics, 8,000 satellite clinics and 7,000 female community health workers serving the poor in Bangladesh. All our 2,000 paramedics, aids and counselors are women, as are half our NGO staff.

NSDP places special emphasis on improving the health care available to women -- 75% of NSDP clients are women. Maternal health and family planning comprise more than half of the services provided by NSDP.

Our "Smiling Sun" clinics provide care equally to girls and boys, but slightly more girls under the age of 5 are treated at program clinics.

We wish those involved in this year's World Population Day every success.

Robert J. Timmons, PhD, Chief of Party, NSDP.

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE